DEC. 25 2000

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

লাখ লাখ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত খোলামকুচি নয়

ভারতের ইতিহাসে সুলতান মোহাম্মদ তুঘলকের কিছু কর্মকাণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়েছে তুঘলকি কারবারের কথাটি। আমাদের শিক্ষা জগতে এখন এমন কিছু কাণ্ড হচ্ছে বা হয়েছে যা শুধুমাত্র ঐ কথাটিকেই মনে করিয়ে দেয়। মোহাম্মদ তুঘলক অবশ্য যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল রাজত্বের উন্নয়ন। দিল্লী থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন ভারতের মধ্যভাগে, আর প্রচলন করার চেষ্টা করেছিলেন এমন এক মুদ্রা যা আজকের নোটের সমতুল্য। সেদিন মোহাম্মদ তুঘলকের পদক্ষেপগুলো সফল হয়নি, কারণ তা সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু পদক্ষেপগুলোর কোনটিই উন্মাদের কাণ্ডকারখানা ছিল না। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাণ্ডকারখানাগুলোও কোন উন্মাদের কাণ্ডকারখানা নয়, সেগুলো করা হচ্ছে সজ্ঞানে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে। তবে তার উদ্দেশ্য জনকল্যাণ নয়।

পাঠ্যপুস্তক সময়মতো সরবরাহ আমাদের চিরন্তন সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এর জন্য টেক্সট বুক বোর্ডকে দায়ী করলেও শেষ বিচারে এর দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সর্বশেষ বিচারে শিক্ষামন্ত্রীর। পাঠ্যপুস্তক সময়মতো সরবরাহ করতে না

অজয় রায়

পারার বিষয়টি প্রতিবছরের ঘটনায় পরিণত হলেও এবারের মতো সমস্যা এর আগে খুব বেশি সৃষ্টি হয়নি। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষামন্ত্রীর তরফ থেকে দেশবাসীর কাছে এ বিষয়ে কোনকিছুই বলা হয়নি। আমলারা অবশ্য জবাবদিহিতে অভ্যস্ত নয়। সে জন্যই হয়ত কিছু বলেননি। বলার প্রয়োজনও মনে করেননি। আমলারা তো দেশবাসীকে প্রজা বলেই ভাবতে অভ্যস্ত।

পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যাপারে যে একটা বড় ধরনের দুর্নীতির ব্যাপার জড়িয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে অনেকবার। দুর্নীতির গোড়াটা হয়ত টেক্সট বুক বোর্ডের। তার সঙ্গে হয়ত জড়িত আছে পুস্তক প্রকাশকদেরও কেউ কেউ। তবে কথা হলো, টেক্সট বুক বোর্ডে এ নিয়ে দুর্নীতি থেকে থাকলে তা দূর করার দায়িত্ব শেষ বিচারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। অবশ্য এ নিয়ে যদি তাদের টনক না নড়ে থাকে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ, দুর্নীতি আমাদের দেশে রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতি না থাকাটাই আজ অস্বাভাবিক। আর খোঁজ করলে দেখা যাবে এই দুর্নীতির সঙ্গে সবসময়ই যাঁরা জড়িত থাকেন তাঁরা হলেন — আমলা এবং অনেক সময়ই তাঁদের মাধ্যমে জড়িয়ে পড়েন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও। আবার অনেক সময় কোন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এ ব্যাপারে অর্থাৎ দুর্নীতির ব্যাপারে অতিমাত্রায়ও উৎসাহী হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে তা হয়েছে মোটেই এটা আমার বক্তব্য নয়। তবে সচরাচর এ রকমটি হয়ে থাকে এবং সে কথাটিরই পুনরুক্তি করলাম আমরা।

এবার আমাদের দেশের নব্য ধনী অথবা নব্য ধনীকুল চূড়ামণি বেক্সিমকো গ্রুপের, নাম জড়িত হয়েছে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের সঙ্গে। এই পুঙ্গবরা অর্থাৎ নব্য ধনিক গোষ্ঠী (যাদের উদ্যোক্তার বদলে ফটকাবাজ ও মধ্যস্বত্বভোগী বলাটাই শ্রেয়) দেশ ও জাতির শিল্পায়ন তথা অগ্রগতির দায়িত্ব নেবার জন্য সবসময়ই আগ্রহী ও উচ্চকণ্ঠ। সরকারী উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় খাত দুর্নীতির আখড়া ও অদক্ষ এ কথাটা তাঁরা অহরহ উচ্চারণ করে থাকেন। কিন্তু নিজেরা যে কেমন দক্ষ তা অতীতে তাঁরা বারবার প্রমাণ করেছেন, এবার আবারও প্রমাণ করলেন পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর ব্যাপারে। যাঁরা সময়মতো অর্ডার সরবরাহ করতে পারেন না তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির দায়িত্ব নিতে চান। দুর্নিবার লোভ ও লালসা এবং সেজন্য অপরাধের নিত্যনতুন পন্থা আবিষ্কার ছাড়া আর কোন কিছুতে এদের দক্ষতা আছে বলে এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। বিরাষ্ট্রীয়কৃত কোন প্রতিষ্ঠান অথবা নিজেদের মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানকে এঁরা এখন পর্যন্ত দক্ষতা বা কর্মসংস্কৃতির দৃষ্টান্ত হিসাবে গড়ে তুলতে পারেননি। অথচ এঁদের আবদারের অন্ত নেই। আমাদের রাষ্ট্রনেতারাও সচরাচর এঁদের চটাতে চান না। আজকাল এঁদের অনেকে তো সরাসরি রাজনীতিতেও নামার কথা ভাবছেন। আগামী সংসদ নির্বাচনে এঁদের অনেকে যদি ক্ষমতাসীন দল অথবা প্রধান বিরোধী দলের মনোনয়ন পান তখন অবাক হবার কিছু থাকবে না। বেক্সিমকো গ্রুপের অন্যতম স্বত্বাধিকারী গতবার স্বতন্ত্র নির্বাচন করতে গিয়ে ঠকেছেন, তাই এবার মূল ধারার দল থেকে মনোনয়নের জন্য চেষ্টা করছেন বলে শোনা যায়। অথচ এরা ঋণখেলাপী। এবং এঁরাই লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। এঁদের ব্যর্থতার জন্য এবার ছাত্রছাত্রীরা দেরিতে পাঠ্যপুস্তক পাবে অর্থাৎ কয়েক মাস তাঁদের লেখাপড়া হবে না। এমনিতেই আমাদের বিদ্যালয়ে, বিশেষত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া যা হয় তা না বলাই ভাল। তার ওপর যদি কয়েক মাস বই না থাকে তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

শুধু তথাকথিত শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তা নিয়ে আমাদের রাষ্ট্রনায়করা বিদেশে প্রচার করে নিজেদের সাফল্যে ঢেঁকুর তোলা ছাড়া কারও কিছু লাভ হবে না। তার ওপর আছে আরেকটি প্রশ্ন। ছাপার পর কি জিনিস বেরুবে তা এখনও বলা যায় না। সাত তাড়াতাড়ি ছেপে বেরুবে, ভ্রম সংশোধনের সময় কোথায়?

গণতন্ত্রের একটি কথা যদি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা হয়ে থাকে তাহলে এবারের পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির কৈফিয়ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দিতে হবে। আগামী ১১ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হবে। সেখানে এই বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কৈফিয়ত দেবেন কিনা জানি না। আমাদের যা রেওয়াজ তাতে সংসদে বিরোধী দলের উপস্থিতি না থাকলে সরকারী দলের সংসদ সদস্যরা সাধারণত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান না। এতে নাকি সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় — এ রকম একটা ধারণা বিরাজ করে এঁদের মধ্যে। বলাবাহুল্য এ জাতীয় ধারণা যে ভুল এবং অর্থহীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিয়ে যে কাণ্ডকারখানা হলো তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিচার হওয়া উচিত। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারও নেই। প্রকাশকদের মাঝেও যাঁরা দায়ী তাঁদেরও অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো দরকার। কিন্তু বেক্সিমকোকে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় কেউ দাঁড় করাতে পারবে কী? অর্থের জোরে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এঁদের মতো ব্যক্তির অপরাধের বিচার না হলে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন নিশ্চিত হবে কী? লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত খোলামকুচি নয়।

SHEET — OF — SHEETS